*জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ভূগোল ও পরিবেশ সমীক্ষণ ৪০:২০২১ (পৃ. ৭৭-৮৫)*
*Jahangirnagar Bishwavidyalay Bhugol O Paribesh Samikkhan 40:2021 (pp 77-85)* *ISSN 1027-8567*

# গ্রামীণ সমাজে ভূমি কেন্দ্রীক রাজনীতি, দলাদলি, কোন্দল এবং আধিপত্য বিস্তার: টাঙ্গাইল জেলার একটি গ্রামে অধ্যয়ন

**আরজিনা আক্তার**[১]

১. গবেষণা সহকারি, সিড ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

**সারসংক্ষেপ:** গ্রামীণ সমাজে ভূমিকেন্দ্রিক রাজনীতি, কোন্দল, দলাদলি খুব সাধারণ একটি বিষয়। সীমিত সম্পদের প্রতিযোগীতা পৃথিবীর সর্বত্র বিদ্যমান। আর সীমিত সম্পদকে কেন্দ্র করে দলাদলি বা রাজনীতি নতুন কিছু নয়। কৃষক সমাজে রাজনীতি পূর্বেও ছিল বর্তমানেও আছে, যার আদল হয়তো কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমানে গ্রাম্য রাজনীতির সাথে রাষ্ট্রীয় জাতীয় রাজনীতির মিশ্রনে সমাজ ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। সমাজ ক্রমশ বিভাজিত হয়ে দলাদলিপূর্ণ জটিল সমাজে রূপান্তরিত হচ্ছে। Jansen (1987) তার বইতে ভবিষ্যত বানী করছিলেন গ্রাম্য রাজনীতি, দ্বন্দ্ব দলাদলি সময়ের সাথে সাথে আরো বৃদ্ধি পাবে। প্রতিযোগীতা বাড়বে ভূমিকে কেন্দ্র করে। যার সত্যতা গবেষিত গ্রামে দেখতে পাই। প্রতিটি পরিবার গৃহস্থালি ভূমির দ্বন্দে লিপ্ত। এখন এ দ্বন্দ্বের আকার ও কাঠামো অনেক বেশী বেড়েছে। পূর্বে একান্তবর্তী পরিবার ছিলো যা গ্রামীণ ঐতিহ্য। গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব পূর্বে বেশী দেখা গেলেও বন্টন সম্পর্কিত দ্বন্দ্ব এখন বেশী দেখা যায়। ভূমিকে কেন্দ্র করে পারিবারিক বন্ধন ও সামজিক সম্পর্কের অনেক বেশী অবনতি হয়েছে বর্তমান সময়ে। কৃষক সমাজে দলাদলি পূর্বেও ছিল কিন্তু তার মাত্রা ও ধরণ ভিন্ন ছিল। আগে ধনী কৃষকদের সাথে সাধারণ ছোট কৃষকদের দ্বন্দ্ব হতো। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে বড় কৃষকই ছিল সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু এখন বড় কৃষকের একছত্র অধিকার ও কর্তৃত্ব আর নেই। মাঠকর্ম ভিত্তিক গবেষণা নির্ভর অভিসন্দর্ভের অংশ বিশেষ এই নিবন্ধের মূল পাঠ্য। টাঙ্গাইল জেলার মস্তমাপুর গ্রামে মাঠকর্মের মাধ্যমে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে এই গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করা হয়েছে। এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য গ্রামীণ সমাজে ভূমি কেন্দ্রিক দলাদলির কারন খুঁজে বের করা।

**মূলশব্দ:** গ্রামীণ, ভূমি, রাজনীতি, কোন্দল, আধিপত্য।

বাংলাদেশের গ্রামীন সমাজ গবেষণায় "গ্রাম ও গ্রামীন সমাজ" অধ্যয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চ হিসেবে বিবেচিত। গ্রাম অধ্যয়ন করার ক্ষেত্রে গ্রামের সমাজ কাঠামো, অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক স্তরায়ন, গৃহস্থালি ও জাতিবর্ণ ব্যবস্থার মতো নানাবিধ বিষয় স্থান পায় (Mukharjee,1971)। গ্রামীন সমাজে সামাজিক স্তরায়ন ও শ্রেণী বিন্যাসের ক্ষেত্রে 'ভূমি মালিকানা' প্রধান নিয়ামক হিসেবে বিবেচিত (Bertocei 1974, Jansen 1987, Jahangir 1982)। গ্রামীন সমাজে উৎপাদনের প্রধান উপকরণ হলো ভূমি বা জমি। কৃষিভিত্তিক এ গ্রামীন সমাজের পরিবারগুলো কোন না কোনভাবে কৃষির সাথে জড়িত। আর কৃষি উৎপাদনের উপকরণ হলো ভূমি। ফলে এ সম্পদ ভূমিকে কেন্দ্র করে যেমন নানা সম্পর্ক গড়ে ওঠে তেমনি এটিকে কেন্দ্র করে গ্রামীন সমাজে বিরোধ দেখা যায়। গ্রামীন রাজনীতির কেন্দ্রে থাকে এ ভূমি। তাই ভূমি গ্রামীন প্রেক্ষাপটে খুবই মূল্যবান সম্পদ। গ্রামীণ সমাজ নিয়ে প্রারম্ভিক পর্যায়ের কাজের মধ্যে 'বাংলার ছয়টি গ্রাম' (Mukharjee 1971) উল্লেখযোগ্য। বগুড়া জেলার ছয়টি গ্রামের উপর গবেষণা কাজ এটি। এ কাজে তিনি দেখান যে একটি ক্ষুদ্র শ্রেনীর হাতে উৎপাদনের উপায় বা মালিকানা পুঞ্জীভূত হওয়ার দরুন অর্থনৈতিক কাঠামো গ্রামীণ সমাজে শ্রেণীভেদে মেরুকরণ মাতাব্বর, ভূ-স্বামী, স্কুল শিক্ষক, ইমাম ও ব্যবসায়ী। তিনি এদেরকে কোন্দলকারী হিসেবে চিহ্নিত করেন। Islam (1974) তাঁর গ্রন্থে ঢাকা জেলার মেহেরপুর গ্রামে গবেষণায় গ্রামীণ সমাজ কাঠামো, ক্ষমতার চর্চা ও নেতৃত্বের ধরণ নিয়ে কাজ করে দেখান যে, ক্ষমতা কাঠামোতে জনবল গোষ্ঠী বা বংশ খুব গুরুত্বপূর্ণ। Wood (1976) কুমিল্লার একটি গ্রামে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও গ্রামীণ কাঠামোর গবেষনায় প্রভাবশালী গোষ্ঠির উদ্ভব, বাংলাদেশের ঋণ ব্যবস্থা 'পাড়া প্রধান' বা 'বাড়ি প্রধান' ভূমিকা বিশ্লেষণ করেন। তাঁর মতে, নেতৃত্বের জন্য শক্তিশালী বংশ, উচ্চতর সামাজিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক প্রভাব ও গ্রাম্য বিচার প্রভাবিত করার ক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামের অধিকাংশ মানুষই কোন্দলকে কেন্দ্র করে দ্বিধা-বিভক্ত যা শ্রেনী সংহতিতে বাধা দেয়। Bertocei (1974) "Elusive Villages: Social Structure and Community Organization in Rural East Pakistan" বইতে দেখান, গ্রামীন সমাজে সংগঠন এবং সামাজিক কাঠামোর বিন্যাস। উত্তরাধিকারের প্রকার ও উত্তরাধিকার সম্পত্তির বন্টনে বহুমাত্রিকতা। গ্রামীণ সমাজে অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে ভূমি মালিকানা গুরুত্বপূর্ণ। ভূমি মালিকানাকে ঘিরে গ্রামীন সমাজে অনেক ধরনের রাজনীতি ও নিয়ম প্রচলিত আছে। গ্রামীন ক্ষমতা কাঠামোতে ভূমিকেন্দ্রিক সামাজিক সম্পর্ক বিদ্যমান। ব্যক্তির সাথে সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারন করা হয় ভূমি মালিকানা দিয়ে। আবার তিনি উত্তরাধিকার সম্পত্তির বিলি বন্টন প্রক্রিয়া এবং এর নানাবিধ ধরণ নিয়ে কথা বলেন যা সামাজিক সম্পর্কে প্রভাব ফেলে। Hoque (1978) তিনি গ্রামীন সমাজ কাঠামো ব্যখ্যায় দেখান, অর্থনৈতিক সম্পর্ক, জমি চাষ, জমি মালিকানা, মহাজনী অর্থ ঋণ, জমিতে মজুর খাটানোর মাধ্যমে বিত্তশালী, ধনী ভূমি মালিকের সাথে সমাজের অন্যদের যে সম্পর্ক তৈরি হয় সেটি। আমিরুল হক গ্রামীন সমাজের সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে ভূমিকে চিহ্নিত করেছেন এবং ভূমি কেন্দ্রিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব-বিরোধ, ভূমি অধিগ্রহন সামজিক সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক



[১] যোগাযোগের ঠিকানা: ✉ arginaakter01@gmail.com

সম্পর্কের সাথে ভূমি মালিকানায় বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। Chowdhory (1978) 'A Bangladesh Village' গ্রন্থে-গ্রামীণ সমাজ কাঠামোকে বিশ্লেষণ করেন। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় প্রথমত অর্থনৈতিক সচ্ছলতার দিক থেকে ভূমি মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, দ্বিতীয়ত সামাজিক স্তর বিন্যাস ও বিন্যস্ত সামাজিক মর্যাদা হিসেবে বংশ ও ধন ব্যবস্থা এবং তৃতীয়ত রাষ্ট্রীয় যোগাযোগ, গ্রামের বাইরের ও ভেতরের উপাদানের উল্লেখ করেছেন। তিমি ক্ষমতার অসম বণ্টনের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখান, গ্রামীণ রাজনীতিতে কিছু ভূস্বামী ছাড়া অন্য কারো তেমন কোনো ভূমিকা বা কর্তৃত্ব নেই। Thorp (1978) দেখান ভূমি মালিকানাকে কেন্দ্র করে সমাজে নানা সম্পর্ক গড়ে উঠে। আত্মীয়তা, জ্ঞতিবন্ধন এ ভূমি মালিকানাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। একই বংশীয় লোকদের মধ্যে পারিবারিক মর্যাদার স্তর বিন্যাস আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে করা হয়। আর্থিক সচ্ছলতার ভিত্তিতেই ক্ষমতার চর্চা হয়। গ্রামীণ সমাজে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা তৈরি হয় ভূমিকে কেন্দ্র করেই। Zaman (1979) তার গবেষণায় গ্রামীণ সমাজের রাজনীতি ও দ্বন্দ্বের মূলনীতি ও কারণসমূহকে চিহ্নিত করেছেন। গ্রামীণ সমাজে মূল রাজনীতি বা দ্বন্দ্বে আর্থিকভাবে সচ্ছল শ্রেনীটিই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জড়িত থাকে। দলাদলির নেতা ও তার সমর্থকদের মধ্যে ভিত্তি হলো প্রথমত আত্মীয়তা, অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা ও গ্রামের বাইরের সাথে যোগাযোগ সম্পর্ক। Arens & Beurden (1980) তাদের 'ঝগড়াপুরঃ গ্রাম বাংলার গৃহস্থ ও নারী' তে দেখান ভূমি কেন্দ্রিক বিরোধ গ্রামীণ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে চিরাচরিত বিষয়। তারা কুষ্টিয়াতে গবেষণা কর্ম করে তারা দেখান গ্রামের যে সামাজিক সম্পর্ক তা কোনোভাবেই রাজনীতি বহির্ভূত কিছু নয়। সকল সম্পর্কের মধ্যেই আছে অর্থনৈতিক সংশ্লিষ্টতা। গ্রামের সমাজ কাঠামো, ক্ষমতা কাঠামো আবর্তিত হয় এ ভূমি সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। তারা দেখান, গ্রামীণ পরিসরে ভূমিকে কেন্দ্র করে জবরদখল, ছলচাতুরী, নোংরা রাজনীতি, অপরাধ বিদ্যমান। যারা গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে নেতৃত্বস্থানীয় তারাই বিভিন্ন কৌশলে ভূ-সম্পত্তিকে গ্রাস করে অন্যায়ভাবে তারাই গ্রামীণ নেতৃত্বে আসীন থাকে। ঝগড়াপুরে দেখানো হয়েছে, গ্রাম-বাংলার সকল সম্পর্কেই অসম সম্পর্ক বিদ্যমান। অধিকার হীনতাকে নারী অধঃস্থনতার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। Jahangir (1982) গ্রামীণ সমাজের সদস্যদের মধ্য পারস্পরিক সম্পর্ক ও অবস্থান বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বংশ ও জ্ঞাতি সম্পর্ক এবং উৎপাদন সংস্থা ও উপকরণ ভূমির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি দেখান উত্তরাধিকার ব্যবস্থা সমাজ, জ্ঞাতিগোষ্ঠি ও বিভিন্ন দলের মধ্যে নেতৃত্বের যথেষ্ঠ পরিবর্তন আনে। ভূমি মালিকানাকে ভিত্তি করে সমাজে সামাজিক সম্পর্ক ও নেতৃত্বের ধরণে পরিবর্তন আসে। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিকে বিকাশমান শ্রেণী সম্পর্ককের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে দেখেছেন। Arefeen (1986), তিনি দেখান ভূমি, ভূমি সম্পত্তির দখলীস্বত্ত্ব ও নিয়ন্ত্রন শ্রেনী কাঠামোর সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। তিনি দেখান সামাজিক সংগঠন প্রাথমিকভাবে আত্মীয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত। অভিক্রমনের ফলে মুসলিম আত্মীয়তার সংগঠনগুলো অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হচ্ছে। এতে ধনী-দরিদ্র পার্থক্য দেখা যাচ্ছে যা কিনা কৃষক ও শহুরে মালিকদেন সম্পর্ক সৃষ্টি করে এবং গ্রামীন ক্ষমতা ও সামাজিক কাঠামোকে প্রভাবিত করে। Karim (1987) তার গবেষনায় দেখান গ্রামীন সমাজ কাঠামোতে কিছু পরিবর্তন আসলেও মূল কাঠামো অপরিবর্তিত রয়েছে। গ্রামীন সমাজের প্রেক্ষিতে ভূমি মালিকানা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটি ক্ষমতা পাওয়া ও চর্চার একটি হাতিয়ার। একইসাথে এটি অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ও ক্ষমতার উপাদান হিসেবে কাজ করে। তাই একে ঘিরে দ্বন্দ্ব সংঘাত, কোন্দলধারী ও দলাদলি বিদ্যমান।

উপরোক্ত বাংলাদেশের গ্রামীন সমাজ কাঠামোর উপর গবেষনা কাজে বা সাহিত্যে গ্রামীন সমাজের ভূমি বিরোধ ও সামাজিক সম্পর্কে প্রভাবক হিসেবে বিভিন্ন প্রপঞ্চ দেখা গেছে। প্রত্যেক তাত্ত্বিক, গবেষক সামাজিক সম্পর্কে দেখতে চেয়েছেন কিন্তু ভূমি বিরোধকে কেন্দ্র করে সামাজিক সম্পর্কের যে পরিবর্তন হয় তার ইঙ্গিত দিয়েছ

**গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**

বাংলাদেশের গ্রামগুলো মোটামুটি ভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ আর্থ-সামাজিক একক হিসেবে বিবেচিত। গ্রামের কিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে যা সবাই মেনে চলে। গ্রামীণ সমাজেও হানাহানি, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, কোন্দল রয়েছে। গ্রামীণ সমাজে ভূমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সম্পত্তি। ভূমির নিয়ন্ত্রণ ও চাষাবাদ নিয়ে গ্রামীণ মানুষের মধ্যে অনেক প্রাচীন সময় থেকে দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলমান। বর্তমানে নগরায়ন, বিশ্বায়নের ফলে ভূমির গুরুত্ব বিকেন্দ্রীভূত হলেও তা এখনো আগের চেয়ে কম গুরুত্বের নয়। প্রতিনিয়ত মানুষ বাড়ছে পৃথিবীতে কিন্তু পৃথিবীর জমি বাড়ছে না। জমি আগের মতই থেকে যাচ্ছে। অন্যান্য সম্পদ অর্জন যেমন সহজ, ভূমির মালিকানা অর্জন অত সহজ নয়। ফলে ভূমির গুরুত্ব একবিন্দুও কমছে না বরং সময়ের সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে আর যেহেতু চাহিদা ও জনপ্রিয়তা বাড়ছে, তাই এ ভূমিকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব সমূহ বাড়ছে। অন্তঃকোন্দল সৃষ্টি হচ্ছে, মালিকানা, দখল, উত্তরাধিকার, চাষাবাদ ও ভোগ-দখল নিয়ে। নারীরাও তাদের অধিকার বিষয়ে সচেতন হচ্ছে। ফলে ভূমিকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব ও সামাজিক সম্পর্ক এর বিরূপ প্রভাব নিত্যনৈমত্তিক প্রপঞ্চে পরিণত হচ্ছে। এ বিষয়গুলো বিবেচনায় এ কাজটি করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছি। এ গবেষণার যে উদ্দেশ্য কে চিহ্নিত করা যায়-

(১) গ্রামীণ সমাজের প্রেক্ষিতে ভূমির গুরুত্ব অনুধাবন এবং এর নিয়ন্ত্রণ, দখল, স্বত্বাধিকার ও ধরন সম্পর্কে অবগত হয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কারণ অনুসন্ধান।

(২) ভূমিকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও এর পরিবর্তনের স্বরূপ অনুসন্ধান। আত্মীয়তা ও সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভূমিকেন্দ্রিক দ্বন্দ্বের প্রভাব ও ফলাফল অনুসন্ধান।

(৩) ভূমিকেন্দ্রিক বিরোধ গ্রামীণ পরিসরে সাম্প্রতিক সময়ে যে মাত্রা পেয়েছে সেটি খুঁজে বের করা এবং এর সমাধানের প্রক্রিয়াসমূহ দেখার চেষ্টা করা।

এসকল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গ্রামীণ সমাজের বর্তমান অবস্থা বোঝা, গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা অনুধাবন এবং এর সাথে ভূমি বিরোধের প্রকৃত কারণ ও উৎসসমূহ চিহ্নিত করে ভূমিকেন্দ্রিক দ্বন্দ্বের বিভিন্ন প্রভাবকসমূহ চিহ্নিতকরণের চেষ্টা করা হয়েছে।

এসব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলার একটি গ্রাম অধ্যয়নের মাধ্যমে নিম্নোক্ত কিছু প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রশ্নগুলো নিম্নরূপ -

(১) ভূমিকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ধরন ও প্রকার

(২) ভূমিকেন্দ্রিক সামাজিক সম্পর্কের স্বরূপ

(৩) ভূমিকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পরিণতি

(৪) ভূমি বন্টন, হস্তান্তর, বিনিময় সম্পর্ক

(৫) ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ মূলত কখন সংঘটিত হয় এবং কত বেশি পরিমাণে হয়

(৬) রক্তের সম্পর্ক, আত্মীয়তা ও জ্ঞাতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভূমি দ্বন্দ্ব প্রভাব

(৮) সময়ের সাথে সাথে ভূমি কেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব ও সম্পর্কের বদল

(৯) সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভূমি বিরোধের প্রভাব

গবেষণা এলাকা নির্বাচনঃ

এ গবেষণা কর্ম সম্পাদনের জন্য গবেষণা এলাকা হিসেবে একটি গ্রামকে বাছাই করা হয়েছে। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে ভূমিকেন্দ্রিক সামাজিক সম্পর্ক বোঝার জন্য দেশের সকল গ্রাম থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা সম্ভবপর নয় এবং সমকালীন গবেষণা কর্মে তা প্রচলিতও নয়। তাই প্রয়োজনীয় উপাত্তের জন্য বাংলাদেশের একটি গ্রামকে বেছে নেয়া হয়েছে। গ্রামটি বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চলের টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলার উয়ারশি ইউনিয়নের মস্তমাপুর গ্রাম। গ্রামটি বেছে নেয়ার পিছনে যে যৌক্তিক কারণসমূহ ছিল তা হল- ১) মস্তমাপুর গ্রামটি আয়তনে ছোট এবং খুব প্রত্যন্ত অঞ্চল। যে গ্রামকে এখনও আদর্শ গ্রামীণ পরিবেশ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এ গ্রামের লোক সংখ্যা প্রায় ৬০০ জন। ২) বহুপেশাজীবী লোকের উপস্থিতি গ্রামকে গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে সমৃদ্ধ করেছে। ৩) গ্রামটিতে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক দলগুলুর সমর্থক রয়েছে। ফলে গ্রামীন সমাজের সামগ্রিক চিত্র- ভূমিকেন্দ্রিক সম্পর্ক, ক্ষমতা সম্পর্ক ও সামাজিক সম্পর্কের স্বরূপ অনুধাবন সহজ হবে এ ভাবনা থেকেই গ্রামটি বাছাই করেছি।

গবেষণা পদ্ধতিঃ

এ গবেষণাটি করার জন্য মিশ্র পদ্ধতি গ্রহন করা হয়েছে। গুনগত ও পরিসংখানগত পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গুনগত পদ্ধতির মধ্য সাক্ষাৎকার গ্রহন, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, প্রধান তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার অন্যতম। পরিসংখানগত গবেষণা টুলসের মধ্য সার্ভে ছিল অন্যতম। এই পদ্ধতিতে প্রতিটি পরিবারের কাছ থেকে তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা, খানার ধরণ, পেশা, মাসিক ও বার্ষিক আয়-ব্যয়, শিক্ষার হার ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

ভূমিকেন্দ্রিক রাজনৈতিক দলাদলিঃ

রাজনৈতিক দলাদলির ইস্যু হিসেবে ভূমি একটি অন্যতম উপাদান। ভূমিকেন্দ্রিক রাজনীতি এবং এর প্রেক্ষিতে দলাদলির ঘটনা মস্তমাপুর গ্রামে বেশ পুরোনো এবং এখনও এটি বিদ্যমান। ভূমিকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব শুরুতে যদিও ব্যক্তিক পর্যায়ে থাকে কিন্তু পরবর্তীতে এটি দলীয়, রাজনৈতিক এবং গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। আর জমিকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব স্থায়ী শত্রুতা সৃষ্টি করে। যেহেতু এটি সামাজিক ভাঙ্গন সৃষ্টি করে তাই এটি ক্ষমতা কাঠামোয় থাকা নেতারা তাদের নিজেদের স্বার্থে রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করে এবং অবস্থা ভয়াবহ আকার ধারন করলে তারাই আবার এটার জন্য সালিশ ব্যবস্থা করে এবং মীমাংসা করে থাকে। কৃষক সমাজে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার প্রেক্ষিতে দলাদলির গুরুত্ব অপরিসীম। দলের প্রধান সাধারণত কোন ক্ষমতাবান ব্যক্তিত্ব বা স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা। আর এসব নেতাদের দলীয় অনুসারী হচ্ছে ভূমিহীন শ্রমিক, ছোট কৃষক, বর্গাচাষী বা অন্যান্য প্রান্তিক শ্রেণীর লোকজন। এ দল/গ্রুপ সাধারণত কোন আদর্শ দিয়ে তৈরী হয় না বরং সম্পদ, মর্যাদা, কর্তৃত্ব ইত্যাদি নিয়ে যে প্রতিযোগিতা তার প্রেক্ষিতে তৈরী হয়। দল বলতে গ্রামীণ সমাজের প্রেক্ষিতে যাদেরকে বুঝানো হয়েছে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো- (১) দল সেই ধরনের গোষ্ঠীকে বোঝানো হয় যা গ্রামীণ দ্বন্দ-সংঘাতের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট, (২) দলগুলোর রাজনৈতিক ভূমিকা সুস্পষ্ট এবং অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট, (৩) দল প্রধান তার ইচ্ছা অনুযায়ী সদস্য নিযুক্ত করে আবার কাউকে দল থেকে বের করে দিতে পারে, (৪) দলীয় সদস্য নিযুক্তি বিভিন্ন বিবেচনায় হয়ে থাকে। শুধু একটি বা দুটি উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করবার জন্যই সদস্য অন্তর্ভুক্তি করা হয় না (Al avi 1973)। যেহেতু দল-প্রধান ও সদস্যদের উদ্দেশ্যের ভিন্নতা আছে, দলীয় প্রধান তার শক্তি, ক্ষমতা প্রকাশের বাহন হিসেবে দলকে ব্যবহার করে থাকে অন্যদিকে, অনুসারীগন সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার উদ্দেশ্যেই একটি দলে যুক্ত হয় এবং অনুসারীগন এ ব্যপারে সবসময় সচেতন থাকে যে, কার অনুগামীতায় বেশী লাভ। যদি দেখা যায় অন্য কারো অনুগামী হলে বেশী সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে তবে দল ত্যাগে দ্বিধা করে না এবং খুব সহজেই দল পরিবর্তন করে। মস্তমাপুর গ্রামে দলাদলির প্রেক্ষিত হিসেবে দাতা-গ্রহীতা বা মক্কেল-মুরুব্বী সম্পর্ক ক্রিয়াশীল। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে ঘিরে দলাদলির তীব্রতা দৃশ্যমান এবং উপজেলা নির্বাচন একই দলাদলির পর্যায়ে বিদ্যমান। মস্তমাপুর গ্রামে মোট নয়টি বংশের লোকের বাস। নয়টি বংশ থাকলেও গ্রামে তিনটি বংশের প্রভাব খুব বেশী। তিনটি বংশই বড়। তাদের মধ্যকার লোকবল, রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং জমির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। ফলে গ্রামীণ রাজনীতিতে তারাই মূল হোতা। এ তিনটি বংশের লোক বাইরের সাথে যুক্ত এবং উচ্চ শিক্ষিত, বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত। মেম্বার নির্বাচিত হয়েছে এ তিনটি বংশের থেকেই। মস্তমাপুর গ্রামটিতে

মোট তিনটি পাড়া রয়েছে, এদের অবস্থান তিনটি পাড়া জুড়ে পূর্ব পাড়া, উত্তর পাড়া, দক্ষিন পাড়া। কর্তৃত্বও রাজনীতিতে উত্তরপাড়া ও দক্ষিনপাড়া বেশী শক্তিশালী। উত্তর পাড়ায় তুলনামূলক বড় দুটি বংশের লোকের বাস এবং এরা রাজনৈতিকভাবে খুব কর্তৃত্বশীল। সাধারণত এ গ্রামে গোষ্ঠীগত দলাদলি দেখা যায়। এক গোষ্ঠীর লোক সবসময় অন্য গোষ্ঠীর সাথে ক্ষমতার প্রতিযোগীতায় লিপ্ত। বর্তমানে গ্রামের সবচেয়ে বড় বংশ হলো শেখ বংশ তবে তারা ব্যাপারী নামেও পরিচিত। এরা গ্রামের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৫ শতাংশ।

যেহেতু তারা সংখ্যাগুরু তাই তারা বেশী শক্তিশালী। গ্রামের মাতাব্বর এ বংশের থেকে বংশানুক্রমিকভাবে হয়ে থাকে। যারা গ্রাম্য রাজনীতিতে শক্তিশালী তাদের অনেকেই এ বংশোদ্ভূত। গ্রামটিতে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব আছে যার ফলশ্রুতিতে একাধিক দলের অবস্থান সুস্পষ্ট। অন্যদিকে জমির মালিকানাতেও তারতম্য আছে। গ্রামের রাজনৈতিক শক্তির বৈষম্য অনেকটাই অর্থনৈতিক বৈষম্য কর্তৃক প্রভাবিত। তবে বর্তমানে ভূমি মালিক ছাড়াও শিক্ষা ও রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততা ক্ষমতার চর্চা ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এ গ্রামে নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দলগুলো স্থানীয় নেতৃত্ব ও কর্মীদের মাধ্যমে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মস্তমাপুর গ্রাম প্রধানত দুইটি দল (আওয়ামীলীগ ও বি এন পি) বিভক্ত হয়ে যায়। মস্তমাপুর গ্রামে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ঘিরে দলাদলি বেশি দেখা যায়। এর প্রেক্ষিতে ক্ষমতাসীন দলের নেতারা (জয়লাভের পর) প্রতিপক্ষকে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করতে থাকে। গ্রাম্য সালিশ, মসজিদ কমিটি, স্কুল কমিটি, ঈদগাহ, কবরস্থান কমিটি, নদী, বিদ্যুৎ এর নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলের নেতা সমর্থকদের আধিপত্য বাড়তে থাকে। তারা সুযোগ পেলেই ঝগড়া-ফ্যাসাদ শুরু করে দেয়। মোট সাতটি ক্ষেত্রে দলাদলি পরিলক্ষিত হয়েছে তা পর্যায়ক্রমে ব্যাখ্যা করা হলো।

ক) কমন প্রোপার্টিকেন্দ্রিক রাজনীতি ও দলাদলি

মস্তমাপুর গ্রামের মাঝ বরাবর ধলেশ্বরী নদীর শাখা প্রবাহিত হয়েছে। বর্ষাকাল শেষে শীতের শুরুতেই নদীর পানি কমতে থাকে। তখন নৌকা চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। নদীর একটি গভীরতম অংশে পানি জমে তা প্রতি বছর ইজারা দেয়া হয়। পানির ইজারা থেকে যে আয় হয় তা সমাজে জমা থাকে এবং তা দিয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়। নদী ইজারা দেয়া শুরু হয়েছে গত ২০০২ সাল থেকে। মসজিদ কমিটিতে যারা মেম্বার তারাই সম্মিলিতভাবে এ ব্যপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। নদীটি এ গ্রামের মানুষের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ গ্রামের প্রায় ৯৭ শতাংশ মানুষ এ পানি ব্যবহার করে। গ্রামের সিংহভাগ মানুষ নদীতে গোসল করে। এছাড়া গৃহপালিত পশুর গোসল, হাঁস পালন, গরুর ঘাস ধোয়ার জন্য এ নদীর পানি ব্যবহৃত হয়। ফলে নদীর ইজারা গ্রামের সকলের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কারণ ইজারা দেয়ার ফলে পানির উপর গ্রামবাসীর কোন অধিকার থাকে না। যারা ইজারা নেয় তারা বাণিজ্যিকভাবে পানিতে মাছ চাষ শুরু করে দেয়। এজন্য তারা মাছের খাদ্য ও ঔষধ দেয় যার ফলে নদীর পানি বিষাক্ত হয়ে পড়ে, পানি পঁচে যায় এবং পানিতে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষ এটি নিয়ে ক্ষুব্ধ থাকে। কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলেও মাতাব্বর বা নেতাদের সামনে কিছু বলে না। আসল সমস্যা সৃষ্টি হয় তখন যখন ইজারা টাকা গ্রহন করা হয়। তখন গ্রামের দুইটি পক্ষ যারা রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বি এন পির সমর্থক। বর্তমানে আওয়ামী লীগ দলের নেতা মাতাব্বররাই গ্রামের সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ইজারা দেওয়ার পর দুই পক্ষের মধ্যে দলাদলী হয় ইজারার মূল্য নির্ধারণ নিয়ে। একপক্ষ যদি ইজারার মূল্য নির্ধারণ করে তাহলে অপরপক্ষ মূল্য কম ধরা হয়েছে বলে অভিযোগ জানায় এবং নিজেরা দল তৈরী করে। যারা নদীর কমিটিতে থাকে তারা বিভিন্ন সময়ে লাভবান হয়ে থাকে কারণ জেলেরা তাদের নিয়মিত মাছ উপহার দেয়। দুর্লভ মাছ পাওয়া গেলে সেখানে ঐ কমিটির সদস্যদের কেনার অগ্রাধিকার থাকে। নদীর পানি ইজারা নেওয়ার জন্য কমিটির মেম্বারদের ঘুষ ও মাছ উপহার দিয়ে থাকে। ফলে এটি কমিটি মেম্বারদের জন্য আকর্ষণীয় একটি বিষয়।

গত ১০-১৫ বছর ধরে কমিটির মেম্বার যারা ছিল প্রায় তারাই আছে এখনও। আর গ্রামবাসীদের কাছে এর সকল সদস্যরাই খুব ধূর্ত এবং চালবাজ বলে পরিচিত। তারা কৌশলে বছরের পর বছর কমিটির সদস্য থেকে যায়। গত বছর কমিটির সেক্রেটারি গোপনে একজন জেলের কাছ থেকে ৫০০০/= টাকা ঘুষ গ্রহন করে এবং তা নিজেদের মধ্য ভাগ করে নেয় পরে বিষয়টি জানাজানি হলে গ্রামের মধ্যে দলাদলি ও অশান্তি সৃষ্টি হয়। সেক্রেটারি বিষয়টাকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য প্রধান অভিযোগকারীকে কৌশলে নিজের ফাঁদে ফেলে এবং তাকে কূট কৌশলে গ্রামের একজনের জমি সংক্রান্ত মামলার আসামী করে দেয়। যদিও ওই ব্যাক্তির সংযুক্ততা ছিল জমি সংক্রান্ত দ্বন্দে কিন্তু তাকে আসামী হয়ে জেল খাটতে হয় তখনই, যখন সে নদীর ইজারা নিয়ে কথা বলে। বিষয়টি গ্রামের সবাই পরবর্তীতে আঁচ করতে পারলেও কেউ আর মুখ খোলেনি। নিজেদের মধ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে মাত্র। আর এ নদীর একটি খাল আছে গ্রামের ভিতরে আবাদী জমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বর্ষাকালে এ খালের পানি এবং খালের মাছ নিয়ে দলাদলি দেখা যায় অর্থাৎ এ খালের পানি নিচু জমিতে জমে থাকে বর্ষাকালের পুরোটা সময়। আর তখন পাট পঁচানোর জন্য ঐ পানির ব্যবহার হয়ে থাকে । আর এটিকে ঘিরে এক ধরনের রাজনীতি দেখা যায় ঐ সময়ে।

গ্রামের কমন প্রোপার্টির মধ্যে আরো রয়েছে ঈদগাহ এর ফলের গাছ ও জমি। যেখানে একটি মৌসুমে কলাই এর চাষ হয় এবং গরুর ঘাস বিক্রি করা হয় মাঠ থেকে। ফলে এর ইজারা ও ফসল বিক্রি নিয়েও গ্রামের মধ্যে দলাদলি ও রাজনীতি দেখা যায়। কমন প্রোপার্টির নিয়ন্ত্রন ও কর্তৃত্ব সবসময়ই গ্রামের মাতাব্বর ও ভূস্বামীদের দখলে ছিল। গ্রামের পুরো সামাজিক সম্পর্কজাল বা নেটওয়ার্কে এ কমন প্রোপার্টি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

খ) মসজিদের জমি ও সম্পদের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দলাদলি

সামাজিক সম্পর্কে প্রতিষ্ঠান হিসেবে মসজিদ খুব গুরুত্বপূর্ণ। মস্তমাপুর মৌজার দক্ষিণ ভাগের মানুষের উপর এ গবেষণা কাজটি যা আগেই উল্লেখ করেছি। এ অংশে শুধু মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের বাস। এখানে একটি মাত্র সমাজ এবং সমাজভিত্তিক একটি মসজিদ বিদ্যমান। এ মসজিদের জমিকেন্দ্রিক রাজনীতি গত কয়েক বছর ধরেই চলমান। মসজিদটি শুরুতে ছোট একটি জমির উপর ছিল পরবর্তীতে মসজিদটি পাকা ও স্থায়ী করার জন্য গ্রাম্য সভাতে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। জমি দানের জন্য গ্রামের সবাইকে আহ্বান করা হয়। তখন দুই ব্যক্তি রাজি হয় জমি প্রদান করতে। তাদের দানের জমিতে মসজিদের কাজ শুরু হলেও পরবর্তীতে দুইজন দাতার এক জন বাহানা শুরু করে দেয়। তিনি তার মোট জমির অর্ধেক অর্থাৎ ২০ শতাংশ জমি দান করবে বলে ঠিক করলেও তা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তিনি বাবার নামে মসজিদটি নামকরন করতে বলে কিন্তু এতে গ্রামের জনসাধারন অস্বীকৃতি জানান। তারা স্পষ্টভাবে জমিদাতাকে জানিয়ে দেয়, কারো ব্যক্তিগত নামে মসজিদের নামকরন করা হবে না। এতে জমিদাতা খুব অপমানিত হয় এবং তিনি মাত্র পাঁচ শতাংশ জমি দান করেন। ফলে তাকে গ্রামের সবাই অবহেলার চোখে দেখতে থাকে। কারন তিনি কথা দিয়ে কথা রাখেনি এবং উঁচু বংশের একজন লোক হয়েও কি করে এ কাজ করতে পারে বলে সবাই নিন্দা করতে থাকে। তাকে নিয়ে গ্রামে সালিশ ডাকা হয় এবং সালীশিগন তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে উনি যেহেতু মসজিদে দান করবেন বলে কথা দিয়েছেন সুতরাং তার উচিত দান করা। তখন তিনি আরেকটি প্রস্তাব করে যে তাকে আজীবন সদস্য করে নিতে হবে মসজিদ কমিটির। তাহলে সে ২০ শতাংশ জমি দিবে। সুতরাং মসজিদটি তৈরী করার জন্য সবাইকে তার প্রস্তাব মেনে নিতে হয়। সারাজীবনের জন্য মসজিদ কমিটির মেম্বারশীপ দেওয়া হয়। মসজিদ পরিচালনা, বার্ষিক বাজেট, ইমাম নিয়োগ, ছাটাই ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই ওই জমিদাতার অনুমতি নিয়ে তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করতে হয়। আর এটি কতিপয় ব্যক্তি মানতে অস্বীকার করে। ফলে এ মসজিদকে ঘিরে সমাজে দুইটি পক্ষ সৃষ্টি হয় এবং দলাদলিও চলতে থাকে। যেহেতু মসজিদ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। আর এ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ নিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত রয়েছে। যেহেতু মসজিদ ক্ষমতা চর্চার একটি ক্ষেত্র তাই এটি বিরোধেরও উৎস। মসজিদকে কেন্দ্র করে সামাজিক বিরোধের সূত্রপাত হয় কিংবা সমাজের অন্য কোন বিরোধের প্রভাব মসজিদ কমিটি ও ব্যবস্থাপনায় প্রতিফলিত হয়। এরুপ অবস্থায় বিবাদমান দলগুলো ভিন্ন ভিন্ন মসজিদ নির্মাণ ও পরিচালনা করে থাকে। এমনকি একটি অনুন্নত গ্রামেও কেবল দলাদলির জের হিসেবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মসজিদ দেখা যায়। সাধারণত একটি কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিজের বলয়ে একটি মসজিদ রাখে। ফলে মসজিদ কেবল ধর্মীয় অনুভূতির পরিচায়কই নয় বরং সামাজিক প্রতিপত্তি ও আধিপত্যের পরিচায়ক।

গ) কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার ও বাণিজ্য নিয়ে দলাদলি

পূর্বে সনাতন পদ্ধতিতে জমি চাষাবাদ করা হলেও বর্তমানে আধুনিক পদ্ধতিতে জমি চাষাবাদ করা হয়। জমি চাষাবাদের জন্য কাঠের লাঙ্গলের উপর নির্ভর না করে এখন ট্রাক্টর ব্যবহার করা হয় আর ফসল মাড়াই করার জন্যও এখন যন্ত্রের ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সেচ পাম্প। আগে জমিতে পানি সেচ দেয়ার ব্যবস্থা খুব সীমিত ছিল যার দরুন ফসল উৎপাদন বেশী করা সম্ভব হতো না, খরার কারণে ফসল পুড়ে যেত কিন্তু এখন নির্দিষ্ট দূরত্ব পর কৃষি জমিতে সেচ পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। ফলে পানির অভাবে ফসলের ফলন কম হওয়ার দিন গত হয়েছে। কৃষি উৎপাদনে ব্যবহৃত এ প্রযুক্তি সকলের ক্রয় করার সামর্থ্য থাকে না ফলে কিছু ব্যক্তি এ যন্ত্রগুলো কিনে ব্যবসা শুরু করে। ট্রাক্টর, মাড়াইয়ের যন্ত্র ও সেচ পাম্পের দ্বারা সমাজের স্বচ্ছল কৃষকেরা কৃষি বানিজ্য করে থাকে। কৃষি মৌসুমে এ যন্ত্র ভাড়ায় খাটিয়ে অর্থ উপার্জন করে। মস্তমাপুর গ্রামে এমন ৪ জন কৃষক আছে যাদের কৃষি জমির পাশাপাশি ট্রাক্টর আছে। ওই ৪ ট্র্যাক্টর দিয়েই গ্রামের সব জমির চাষ করা হয়। ৪ জনের মধ্যে যে বেশি জমি চাষ করার সুযোগ পায় সেই অর্থনৈতিক ভাবে বেশি লাভবান হতে পারে। ফলে এই জমি চাষ নিয়ে দলাদলি দেখা যায়। সাধারনত একই বংশের লোক একটি নির্দিষ্ট ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করানোর চিন্তা করে। আর যদি নিজের বংশের কারো ট্র্যাক্টর থাকে তবে তারা চাইবে অই ট্রাক্টর দিয়েই জমি চাষ করবে। একদিকে এগুলো অর্থ উপার্জন করে অন্যদিকে এগুলো ক্ষমতা চর্চার হাতিয়ার হিসবে ব্যবহৃত হয়। এগুলোকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ সমাজে রাজনীতিও দেখা যায়। মস্তমাপুর গ্রামে দুইটি মৌসুমে ধানের চাষ হয়ে থাকে। আর এক মৌসুমে পাট, সরিষা ও ভুট্টার চাষ হয়ে থাকে। একটা জমিতে বছরে মোট তিনটি শস্যের চাষ হয়। আর এ শষ্য সমূহের জন্য পানি সেচের দরকার পড়ে শুধু পাট ও সরিষা ব্যতিত যে কোন ফসলের জন্য জমিতে সেচের দরকার হয়।

ঘ) সেচ পদ্ধতির নিয়ন্ত্রন

মস্তমাপুর গ্রামে সেচের পানির জন্য একটা সিজনে ধানের ক্ষেত্রে প্রতি ১৬ আটির ৪ আটি ধান দিতে (কাটার পর পরই) হয়। সুতরাং জমির এক চতুর্থাংশ ধান সেচ পাম্পের মালিক পেয়ে থাকে যা একটি লাভজনক ব্যবসা। ফলে ধনী কৃষক নিজের জমিতে সেচ পাম্প বসানোর চেষ্টা করে এবং নিজের জমির পাশাপাশি যত বেশি পরিমাণ সম্ভব জমি ঐ পানি প্রজেক্টের আওতায় আনার চেষ্টা করে। ফলশ্রুতিতে প্রজেক্ট যত বৃদ্ধি পায় তত পানির ড্রেন দিতে হয়। আর পানির ড্রেন করার জন্য তিন থেকে চার হাত জমি ছেড়ে দিতে হয় আইলের কাছ থেকে যা অনেক সময় কৃষক দিতে চায় না। আবার গ্রাম্য দলাদলির কারণে কেউ নিজের জমি অন্য প্রজেক্টে দিতে চায় ফলে দলাদলি আরও প্রকট হয়। যে ব্যক্তির পানির পাম্প আছে সে সামাজিক ক্ষমতাশীল থাকে এবং তার অধীনে যারা জমি চাষ করে তারা তাকে সমীহ করতে বাধ্য থাকে অন্যথায় পানি দেয়া বন্ধ করে দিতে পারে এ আশংকায়। অপরদিকে পাম্পের মালিককেও

সতর্ক থাকতে হয় যেন তার প্রজেক্টের জমি কেউ ছাড়িয়ে নিতে না পারে। ফলে তাদের সম্পর্ক পারস্পরিক। গ্রামীণ রাজনীতিতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। তাই বিভিন্ন কৌশলে গ্রাম্য রাজনীতি এ প্রজেক্ট এর মাধ্যমে ক্রিয়াশীল থাকে।

ঙ) ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব দলগত দ্বন্দে রুপান্তর

সামাজিক পরিসরে প্রায়শই দেখা যায় ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব পরিবর্তিত হয়ে ভয়াবহ আকার ধারন করে। এরুপ দ্বন্দ্বে জড়িয়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতেও দেখা যায়। প্রতিটি সমাজেই এমন ঘটনা ঘটে। গবেষিত মস্তমাপুর গ্রামও এর ব্যতিক্রম নয়। এখানে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব দলগত দ্বন্দ্বে পরিবর্তিত হয়। এসকল ক্ষেত্রে গোষ্ঠী, বংশ বা আত্মীয়তা ব্যক্তির শক্তি বৃদ্ধি করে দলগত দ্বন্দ্বে পরিগ্রহ হতে পারে আবার রাজনৈতিক দলের প্রেক্ষিতেও ব্যক্তিক দ্বন্দ্ব দলগত দ্বন্দ পরিণত হতে পারে। সাধারনত তিনটি প্রক্রিয়ায় মস্তমাপুর গ্রামে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব দলগত দ্বন্দ্বে রুপ নেয়। (১) জ্ঞাতিগোষ্ঠী আত্মীয়তার মধ্যস্থতায়, (২) আত্মীয়তা বা গোষ্ঠীর, ও (৩) রাজনৈতিক সমর্থন। প্রতিটি দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রথমে ব্যক্তিক পর্যায়ে থাকে কিন্তু পরে তা দলগত দ্বন্দ্বে আত্মপ্রকাশ করে। অর্থাৎ দ্বন্দ্ব কিছু নিয়ামকের প্রভাবে ব্যক্তিক গন্ডি ছাড়িয়ে দলগত দ্বন্দ্বে পরিণত হয়।

(চ) খাস জমির দখল, নিয়ন্ত্রন

নদীর কবলে প্রতিবছর কিছু কৃষি জমি ও বসতবাড়ি পতিত হয়। আবার নদীর গতি পরিবর্তনের কারণে পলি জমে চর সৃষ্টিও হয়। কৃষি প্রধান এ গ্রামে চরের জমি অতিলোভনীয় এবং মূল্যবান। তাই গ্রামবাসীদের মধ্যে জমিকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব-বিরোধ হতে দেখা যায়। নদীর চরের জমি নিয়ে ৫টি বংশের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। এ বিরোধকে কেন্দ্র করে হাতাহাতি, মারামারিও হয়েছে বহুবার। এসব জমির পূর্বের আকার পরিবর্তিত হবার ফলে সহজে চিহ্নিত করা যায় না, কোন অংশটা কার জমি। চর জেগে উঠার সাথে সাথেই কিছু লোক ঐ সকল জমির দখল নেওয়ার চেষ্টা করে। সাধারণত যার জমির পাশে বা সীমানায় চর উঠে সে ঐ জমির দখল নিতে চেষ্টা করে। আর যেহেতু প্রতিবছর অল্প অল্প পরিমানে এ জমি নদী থেকে উঠে তাই দখলও একটু একটু করেই হয়। গ্রামের বড় বংশ বা প্রভাবশালীদের মধ্যে এ জমির দখল নিয়ে দ্বন্দ্ব হতে দেখা যায়। মস্তমাপুর গ্রামের তিনটি বংশের দখল রয়েছে জেগে উঠা চরে। জমি দখলের ক্ষেত্রে গ্রামের একটি গোষ্ঠী প্রভাবশালী। ওই গোষ্ঠীর প্রধানের নেতৃত্বে ঐ বংশের লোক বহু জমির দখল নিয়েছে। গোষ্ঠী প্রধান তন্ত্র-মন্ত্র জানতো বলে স্থানীয় মহলের বিশ্বাস। আর এ কারণে তাকে সবাই ভয় করে চলতো। কেউ তাকে বা তার বংশকে ঘাটাতে চাইতো না। এ সুযোগে ওই গোষ্ঠী সমাজে খুব প্রভাবশালী হয়ে উঠে।

(ছ) জমি বর্গা পাওয়া, কট-রেহান, ইজারাকেন্দ্রিক রাজনীতি

ধনী কৃষক ও দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে জমি বর্গা, ইজারাকেন্দ্রিক নির্ভরশীলতা দেখা যায়। ধনী কৃষকরা অনেক সময় তার সকল জমি নিজে চাষ করতে পারে না। সেক্ষেত্রে অন্যদের কাছে জমি বর্গা বা ইজারা দেয়। আবার যেসব পরিবার ভূমি মালিক কিন্তু ব্যবসা সুবাদে বাইরে থাকে বা নিজেরা চাষ করতে পারে না, তারাও জমি বর্গা ও ইজারা দেয়। বর্গাদার ও বর্গা চাষীর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক তৈরী হয়। আবার এটিকে ঘিরে বিরোধ, দলাদলিও দেখা যায়। ভাল জমির বর্গা পাওয়া নিয়ে বর্গা চাষীদের মধ্যে প্রতিযোগীতা হয়। এ প্রতিযোগীতা অনেক সময় দ্বন্দ্বে পরিণত হয়।

২ জ্ঞাতিগোষ্ঠী বা আত্মীয়তা কর্তৃক সৃষ্ট দ্বন্দ্ব

গ্রামীণ সমাজ কাঠামো ও ক্ষমতার চর্চা বুঝবার জন্য গোষ্ঠী বা বংশের প্রভাব ও গোষ্ঠীর ক্ষমতা চর্চা বোঝা জরুরী। গ্রামে বংশ ও গোষ্ঠী সামাজিক সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রতিটি ব্যক্তি নিজেকে একটি গৌরবান্বিত বংশের সদস্য মনে করে। একই রক্তের ধারা হলো একটি বংশ। মস্তমাপুর গ্রামে বংশ বলতে সাধারত পিতার বংশ বুঝে থাকে। প্রতিটি বংশেই এক বা একাধিক নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি থাকে। সাধারণ বংশের বয়োজ্যেষ্ঠ বুদ্ধিদীপ্ত কিংবা বিত্তশালী ব্যক্তি বংশের প্রধান হয়। বংশের প্রধান বিভিন্ন সামাজিক ও বংশীয় ক্রিয়াক্রমে পরামর্শ দান ও নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহনে বংশীয় প্রধানের পরামর্শ মেনে চলা হয়। গ্রামের সবচেয়ে বড় বংশ কিংবা প্রভাবশালী গোষ্ঠী গ্রামীণ রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে থাকে এবং গ্রামীণ রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে। গ্রামীণ রাজনীতি গ্রামীণ গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। গোষ্ঠীগত ঐক্য গ্রামীণ সমাজে খুব প্রখর। গ্রামীণ সমাজে গোষ্ঠীগত ঐক্য এতই প্রখর যে একজন ব্যক্তি তার গোষ্ঠীর অন্য সদস্যদের জন্য অনেক কিছুই উৎসর্গ করতে পারেন। গ্রামীণ সমাজে বিরোধগুলো বেশিরভাগই গোষ্ঠীকেন্দ্রিক হয়ে থাকে। গোষ্ঠীগত বিরোধ অনেক সময় বংশানুক্রমিক চলতে থাকে। যেমন কোন গোষ্ঠীর এক সদস্য যদি কোন কাজে ব্যর্থ হয়ে থাকে তাহলে গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যরা এগিয়ে আসে। তবে গোষ্ঠীগত সম্প্রীতিও গ্রামীণ সমাজে ব্যপক মাত্রায় দেখা যায়। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন গোষ্ঠীর পারস্পারিক সহাবস্থান এবং সহযোগীতা গ্রামীণ সমাজকে বিশেষায়িত করেছে। সাধারণত একই গোষ্ঠীর পরিবারগুলো একই জায়গায় পাশাপাশি ও কাছাকাছি বসবাস করে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। স্থানের অভাবে বা অন্য কোন কারণে তারা বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করতে পারে। এরুপ ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতায় গোষ্ঠীগত সংহতির ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা দেখা দিলেও তা জটিল কোন সমস্যা নয়। প্রতিটি বংশের পরিচিতিমূলক স্বতন্ত্র নাম রয়েছে। পূর্ব পুরুষদের পেশার সাথে এ নাম জড়িত। বংশীয় নামের দ্বারা মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে ব্যক্তি তার বংশীয় নামের গৌরব করে নিজের নামের সাথে যুক্ত করে থাকে। বংশের একজন ব্যক্তির প্রয়োজনে অন্যরা ঝাপিয়ে পড়ে। আর এটি ভূমি দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে বেশী মাত্রায় দেখা যায়। শুরুতে দ্বন্দ্ব ব্যক্তিক থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। আর গ্রামীণ রাজনীতিতে গোষ্ঠীগত শক্তি অনেক বড় একটি শক্তি হিসেবে কাজ করে। সাধারণত বড় গোষ্ঠীর মানুষরাই গ্রামে যে কোন বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করে। সালিশের মাধ্যমে বিচার কাজ সম্পাদন, নিরাপত্তা বিধান,

সম্পত্তি সংরক্ষন, সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে সহায়তা প্রদান ও দ্বন্দ্বে অংশগ্রহণ প্রয়োজনে গোষ্ঠীর গুরুত্ব ব্যাপক।

গ্রামীণ সমাজে আত্মীয়তা ও বংশ ক্ষমতা চর্চার প্রধান ভিত্তি। জনবল থাকার প্রধান সুবিধা হলো সন্ত্রাস ও সহিংসতা সৃষ্টির ক্ষমতা এবং যেকোন মুহূর্তে কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঠেকানো বা ঘটনার সামর্থ্য রাখে জনবল। ফলে ভূমিকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে গ্রামীণ সমাজে জনবল থাকাটা খুব জরুরী। আর এ জনবলের মধ্য দিয়েই ক্ষমতাবান শ্রেণী তার ক্ষমতা টিকিয়ে রাখে। বিপদ-আপদ ও প্রয়োজনে জনশক্তির যোগান নিকটতম বংশীয় সদস্য ও আত্মীয়দের মধ্য থেকেই পাওয়া যায়। ফলে ব্যক্তি তার প্রয়োজনে তার দলের সদস্যদের সমর্থন পায়। আর এটি ভূমিকেন্দ্রিক হলে এবং বংশের বাইরে হলে তা আরো ভয়ানক রুপ লাভ করে। বংশের ভূমি রক্ষার্থে সবাই ঝাপিয়ে পড়ে আর তখনই দ্বন্দ্ব ব্যক্তিক পর্যায় থেকে দলগত রুপ পরিগ্রহ করে। দ্বন্দ্বের যে কেসগুলো পেয়েছি, সেগুলো সামজিক প্রেক্ষিতে খুব অস্থীতিশীল অবস্থা তৈরী করেছে। গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব বা দলাদলি পেয়েছি যা শুরুতে ব্যক্তিক থাকলেও পরবর্তীতে আত্মীয়তা বা গোষ্ঠীর মধ্যস্থতায় ব্যাপক রুপ লাভ করেছে। এক্ষেত্রে বিষয়টির বাস্তব চিত্র উপস্থাপনের জন্য একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। গ্রামের একজন নিজ বংশের বাইরে বেশি টাকার লোভ দেখিয়ে অন্য একটি বংশের ওয়ারিশ সম্পত্তি ক্রয় করে এবং তাদের সম্পত্তির দখল নেয়। জমির দখল নিতে গেলে ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। ঝগড়ার এক পর্যায়ে মারামারি শুরু হয়। জমিক্রেতাকে সাহায্য করতে তার বংশীয় লোক ছুটে আসে। ওই দুই বংশের মধ্যে তুমুল মারামারি হয়। দুই বংশের ৬ জন মারাত্মক ভাবে আহত হয়। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে ব্যক্তিক দ্বন্দ্ব দলগত ও গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। পুরো গ্রাম দুইটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এখানে বলা প্রয়োজন, বিবাদে জড়িতদের কমন আত্মীয় গ্রামে বর্তমান। আর তারা এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিল আত্মীয়তা সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা অনুযায়ী। যার প্রভাব পরবর্তীতে সমাজের অন্যান্য দ্বন্দ্বে উপরও পড়ে।

ক) রাজনৈতিক সমর্থন থেকে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব

রাজনৈতিক দলের সমর্থনকে ঘিরে ব্যাপক রেষারেষি, দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতা দেখা যায়। এগুলো ভূমি রাজনীতির ক্ষেত্রেও দেখা যায়। সাধারণত গ্রামীণ পরিসরে বিভিন্ন কমন প্রোপার্টি ও আয়ের উৎসের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলাদলি চোখে পড়ে। এটি এখন সমাজের সর্বস্তরেই দেখা যায়। মস্তমাপুর গ্রামে জাতীয় রাজনৈতিকদলের দুইটি সমর্থক গোষ্ঠী দেখা যায়। বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ এদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব সামজিক সকল ক্ষেত্রে বিষের মত ছড়িয়ে পড়েছে। ভূমি দ্বন্দ্বে যদি প্রতিপক্ষ ভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থক হয় তাহলে কেন্দ্রীয় গ্রাম পর্যায় থেকে দুটি দল সৃষ্টি হয় আর এটি ভয়ংকর দলাদলি সৃষ্টি করে এবং চলমান থাকে। এর জের ধরে বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ চলতে থাকে। ২০১৫ সালে মস্তমাপুর গ্রামে প্রথম বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়। আর তখন রাজনৈতিক ক্ষমতাসীন দল ছিল আওয়ামীলীগ। ফলে কট্টর বি এন পি সমর্থক এক ব্যক্তিকে বিদ্যুতায়ন থেকে বঞ্চিত করা হয়। আর ধারণা করা হয় যেহেতু বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং নেতৃত্ব আওয়ামীলীগ নেতাকর্মীরা কাজ করছে আর তারাই ঐ ব্যক্তিকে বিদ্যুৎ দিতে দিচ্ছে না পল্লী বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষকে। ফলে গ্রামে দুইটি স্পষ্ট দল তৈরী হয়। এর পরবর্তীতে বিএনপি সমর্থক ব্যক্তিরা আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে সকল সামজিক ও উন্নয়নমূলক কাজে বাঁধা প্রদান করতে থাকে। যেমন- বিএনপি পন্থী এক ব্যক্তি তার জমি থেকে আওয়ামীলীগ দলের ব্যক্তির প্রজেক্টকে (সেচ প্রজেক্ট) বাঁধা দেয় তার দলের কোন জমি সে সেচের প্রজেক্টে পাবে না বলে। ফলে দলাদলি ব্যক্তিক পর্যায় থেকে রাজনৈতিক পর্যায়ে চলে যায়। সুতরাং এটা বলা যায় যে, রাজনীতি তা জাতীয় বা স্থানীয় যাই হোক না কেন এর সমর্থন এর কারণে ব্যক্তিক পর্যায়ের দ্বন্দ্ব গোষ্ঠীগত বা দলগত দ্বন্দে রুপলাভ করে। আর এ চিত্র বাংলাদেশের সকল গ্রামের ক্ষেত্রেই প্রায় এক। রাজনৈতিক দলাদলির বিষ এখন সকল স্থানেই ছড়িয়ে পড়েছে। ভূমি দ্বন্দ্ব শুরুতে ব্যক্তিক থাকলেও পরবর্তীতে তা দলগত দ্বন্দে পরিণত হয়, রাজনৈতিক সমর্থনের প্রেক্ষিতে।

উপসংহার:

গ্রামীণ সমাজে ভূমিকেন্দ্রিক রাজনীতি, কোন্দল, দলাদলি খুব সাধারণ একটি বিষয়। সীমিত সম্পদের প্রতিযোগীতা পৃথিবীর সর্বত্র বিদ্যমান। আর সীমিত সম্পদকে কেন্দ্র করে দলাদলি বা রাজনীতি নতুন কিছু নয়। কৃষক সমাজে রাজনীতি পূর্বেও ছিল বর্তমানেও আছে, যার আদল হয়তো কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমানে গ্রাম্য রাজনীতির সাথে রাষ্ট্রীয় জাতীয় রাজনীতির মিশ্রনে সমাজ ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। সমাজ ক্রমশ বিভাজিত হয়ে দলাদলিপূর্ণ জটিল সমাজে রূপান্তরিত হচ্ছে। Jansen(1987) তার বইতে ভবিষ্যত বানী করছিলেন গ্রাম্য রাজনীতি, দ্বন্দ্ব দলাদলি সময়ের সাথে সাথে আরো বৃদ্ধি পাবে। প্রতিযোগীতা বাড়বে ভূমিকে কেন্দ্র করে। যার সত্যতা গবেষিত গ্রামে দেখতে পাই। প্রতিটি পরিবার গৃহস্থালি ভূমির দ্বন্দে লিপ্ত। এখন এ দ্বন্দ্বের আকার ও কাঠামো অনেক বেশী বেড়েছে। পূর্বে একান্তবর্তী পরিবার ছিলো যা গ্রামীণ ঐতিহ্য। গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব পূর্বে বেশী দেখা গেলেও বন্টন সম্পর্কিত দ্বন্দ্ব এখন বেশী দেখা যায়। ভূমিকে কেন্দ্র করে পারিবারিক বন্ধন ও সামজিক সম্পর্কের অনেক বেশী অবনতি হয়েছে বর্তমান সময়ে। কৃষক সমাজে দলাদলি পূর্বেও ছিল কিন্তু তার মাত্রা ও ধরণ ভিন্ন ছিল। আগে ধনী কৃষকদের সাথে সাধারণ ছোট কৃষকদের দ্বন্দ্ব হতো। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে বড় কৃষকই ছিল সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু এখন বড় কৃষকের একছত্র অধিকার ও কর্তৃত্ব আর নেই।

## তথ্যনির্দেশিকা


Alavi, Hamza (1973) Village Factions in Peasants, Peasant Studies. p.p - 346-355

Arefeen, H.K (1986) 'Changing Agrarian Structure in Bangladesh: Shimulia, A study of a Pre-urban Village, CSS, Dhaka.

Arens J and van Beurden. J (1980) "Jhagrapur: Poor Peasants and Women in a Village. Dhaka.

Bertocei, P.J (1974) 'Elusive Villages, Michigan State University

Chowdhury, Anwarullah (1978), A Bangladeshi Village, CSS, University of Dhaka.

Hoque, Amirul, (1978), Exploitation and the Rural Poor, Comilla: BARD

Islam, A.K.M Aminul (1974) 'A Bangladesh Village: Conflict and Cohesion, Sehenknau Publishing company, Cambridge

Jahangir, B.K (1982) 'Rural Society' Power Structure and Class Practice,Center for Social Studies, University of Dhaka

Jansen, Erik (1987) 'Rural Bangladesh: Competition for Scarce Resources. University press Limited, Dhaka

Karim A.H.M Zehadul (1987) 'The Pattern of Rural Leadership in An Agrarian Society: A case study of changing power structure in Bangladesh, Syracuse University, USA

Mukharjee. R.K (1971) 'Six Villages of Bengal" popular Prakashan, Bombay.

Thorp, J. P., (1978), Power among the Farmers of Daripalla, Dhaka: CARITA

Wood, G.D (197) 'Class Differentiation and power in Bongram, The Minifadrt case

Zaman. M.Q. (1979) 'Politics and Factionalism in Bangladesh village, National Foundation for Research on Human Resource Development, Dhaka

হোসেন,আকবার (১৯৯৫), গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোঃক্ষমতার উৎস, নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, জাবি, সংখ্যা-৩, ঢাকা।

*জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ভূগোল ও পরিবেশ সমীক্ষণ ৪০:২০২১ (পৃ. ৭৭-৮৫)*
*Jahangirnagar Bishwavidyalay Bhugol O Paribesh Samikkhan 40:2021 (pp 77-85)* *ISSN 1027-8567*

# Land Based Politics, Factions, Dispute and Dominance in Rural Society: A Study

**Argina Akter**[1]

1. Research Assistant, SEED **F**oundation, Dhaka.

**Abstract:** Land-centric factionalism is a very common issue in rural society. Competition regarding limited resource exists all over the world. This is not a new phenomenon about factionalism or politics on limited resources. The politics of the peasant society existed in the past and continuing till date its forms are changing in some contexts. At present, the society is becoming more complicated in the mixture of rural politics and the national politics. Society divides gradually and is being transformed into a complex society with an image of factional politics. Erick Jansen (1987) argued that rural politics factions would grow more and more over time. Competition will increase depending on the land. The truth can be seen in the researched village. The families are embroiled in a land dispute. Now the number and pattern of this conflict have increased a lot. Land-centered family ties and social relations have changed towards downward mobility at the present time. Earlier, there was a close-knit family which is a rural tradition. While sectarian conflicts have been seen more in past, they are now more prevalent in relation to distribution. Family ties and social relations have deteriorated a lot in the present time due to land ownership and control. The factions of the peasant society existed before but their dimensions and types were different. In the past, small farmers usually clashed with rich farmers. The rich farmers were very powerful in the past but gradually, they lost their monopolized power and authority. This paper covers the main theme of a research monograph based on fieldwork. The research work was conducted in Mostomapur village of Tangail district following fieldwork as data collection process. The main objective of the research to find out the factional politics in the rural areas regarding land ownership.

**Keywords:** Village, Politics, Land, Dispute, Dominance.

[1]Corresponding address: ✉ arginaakter01@gmail.com